প্যা • রি • স

বি প ন্ন আ ফ গা নি স্তা ন

লাদেনের মতে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত প্রতিটি সামরিক ও বেসামরিক মার্কিন নাগরিককে হত্যা করা...লিখেছেন জাহাঙ্গীর খান বাঙালি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটি আক্রমণ বা হামলারই কোনো না কোনো নাম থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১৯৯২ সালে সোমালিয়া অভিযানের নাম ছিল, 'অপারেশন রেস্টর হোপ'। ১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন অভিযানের নাম ছিল, 'অপারেশন ডেজার্টস্টর্ম'। ১৯৯৮ সালে ১৬ ডিসেম্বর ইরাকের ওপর মার্কিন হামলার নাম ছিল, অপারেশন ডেজার্ট ফক্স। অপারেশন ডেজার্ট ফক্সের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের কমান্ডার এন্থনী কিনি। সম্প্রতি ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ সেপ্টেম্বর মার্কিন সিনেটে এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে এই হামলার প্রতিশোধ নেবার জন্য আইন পাস হবার পর সম্ভাব্য আফগান আক্রমণের লক্ষ্যে যে রণপ্রস্তুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে সেই সম্ভাব্য আক্রমণের নাম দেয়া হয়েছে 'অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস'। এ ঘটনার পর এ পর্যন্ত ৭০ হাজার মার্কিন বিমান কর্মচারী তাদের চাকরি হারিয়েছেন। সুতরাং ঘটনা অতি সহজে মিটে যাবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

প্রতি হাজারে গড়ে একজন উগ্রপন্থি সন্ত্রাসী মৌলবাদীর জঘন্যতম কর্মকান্ডের জন্য বাদবাকি ৯৯৯ জন দায়ী বা জিম্মি হতে পারে না। অতএব ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনায় যদি লাদেন চক্র দায়ী হয়ে থাকে তাহলে সেই সমস্ত দুই-একশ' উগ্রপন্থি মৌলবাদী চক্র যদি মার্কিন প্রতিশোধের বিষয়বস্তু হয় তাহলে শান্তিপ্রিয় নিরীহ মুসলমান হিসেবে আমাদের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় কোনো মুসলমানের সঙ্গে বুঝেশুনে তারা এটা করেনি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইসলামে সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। আফগানিস্তানের পর লাদেনের পরবর্তী সম্ভাব্য আস্তানা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হবে হয়তো বা ইয়েমেন, লিবিয়া এবং ইরান। তবে এর মধ্যে ইয়েমেনে অবস্থান করার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ মুসলমানদের কথা হচ্ছে, ওসামা বিন লাদেন চক্র যদি সত্যিকার অর্থে ওয়ার্ল্ড সেন্টারে বর্বরতম ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী হয়ে থাকে তো প্রথমে তাকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এবং ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হোক এবং বাদ বাকি সবাইকে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হোক। কেননা, একজনের জন্য লক্ষ লক্ষ আফগানবাসী নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না। লাদেনের ডায়েরি থেকে জানা যায়, লাদেন তার জান-মাল সব মার্কিন বিরোধিতায় ব্যয় করার সংকল্প নিয়েছে। সম্প্রতি এফবিআই লাদেন স্বাক্ষরিত আরবি ভাষায় লিখিত একটি ফতোয়ার অনুবাদ করে যা জানতে পেয়েছেন, তার বাংলা সারমর্ম হচ্ছে 'প্রত্যেক মুসলমানের উচিত প্রতিটি সামরিক ও বেসামরিক মার্কিন নাগরিককে হত্যা করা।'

আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে নাশকতার পর এশিয়ার দেশসমূহেও শেয়ার সূচক নিম্নগামী। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধমূলক যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তাতে পৃথিবীর বুক থেকে একটি মুসলিম দেশ অনেকাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর নামের কতিপয় সন্ত্রাসী চক্রের নেতারা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ উইলিয়াম বুশের সাম্প্রতিক চরমপত্র আফগানিস্তানের মুসলমানদের জন্য বিপদের মনে হলেও জর্জ বুশ বলেছেন, তাদের এই অভিযান হবে শুধু উগ্র ও কট্টরপন্থি মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। তবে বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো রকম কারণ ছাড়াই উগ্রবাদী সন্ত্রাসীদের পথ না নেওয়াই ভালো। কেননা চরমপন্থিদের হস্তান্তর করা না হলে বর্তমান চরম ও উগ্রপন্থি মোল্লা ওমরসহ আফগান সরকার হয়তো বা আর বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। সেই প্রেক্ষাপটে বলছি, তখন পক্ষ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য কোনো সন্ত্রাসীকে সমর্থন না দেয়াই হবে উত্তম। কেননা, ইসলামে সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই জীবিত অথবা মৃত লাদেনের সন্ধান চেয়েছেন। মার্কিন সিনেটে প্রতিশোধ নেবার আইন পাস হবার পর আফগান প্রসঙ্গ হচ্ছে এখন মার্কিনিদের প্রেস্টিজ ইস্যু। একজন প্রভাবশালী মার্কিন সিনেটর এতদসংক্রান্ত প্রতিশোধমূলক আইন পাসের সময় সিনেটে তার ভোট দেবার আগে বলেছেন, 'প্রতিশোধ হবে এরকম যে আমরা তাদেরকে আক্রমণ করবো, স্বয়ং খোদা তাদের ক্ষমা করতে পারে কিন্তু আমরা তাদেরকে ক্ষমা করবো না।

আন্তর্জাতিক পক্ষ-বিপক্ষের দিকে চেয়ে না থেকে পরিস্থিতিকে আরও জটিল না হতে দিয়ে ওআইসি'র মধ্যস্থতা আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

রো • ম

ইউরোপে খন্ডকালীন চাকরি

বিদেশে চাকরি খুব কঠিন কিছু নয়। কেবল জানতে হবে আপনার করণীয় কি....

দিন দিন বিদেশে চাকরির বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থান এখন পৃথিবী জুড়ে। বর্তমান বিশ্বে কাজের দক্ষতাকেই প্রধান্য দিয়ে চাকরি এবং ইমিগ্রান্টের সুযোগ দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো। ইসির নতুন আইনে ইউরোপ, ইটালিতে ব্যাপক পরিমাণে সিজোনাল 'খন্ডকালীন' কৃষিশ্রমিক নিয়োগ পাবে। তিন-চার মাস কৃষিনির্ভর কাজ করর পর নিয়োগকর্তা ইচ্ছা করলে সিজোনাল শ্রমিককে স্থায়ীভাবে শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ইউরোপে স্বায়ীভাবে থাকার অনুমতির ব্যাপারে প্রশাসনে আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রশাসন শ্রমিককে স্থায়ীভাবে কাজের মাধ্যমে থাকার অনুমতি দিয়ে থাকে। তাই আগামীতে ইউরোপের বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে সিজোনাল শ্রমিক ইটালি আসতে পারবে। বর্তমানে বিভিন্ন ফলের, সবজির খামারে বিশেষ করে বাগানে সিজোনাল কাজ এক সাথে শুরু হবার কারণে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কৃষিনির্ভর উৎপাদনকারী কো-অপারেটিভ, কৃষিনির্ভর রপ্তানিকারক ও খামারের মালিকগণ স্পনসরের মাধ্যমে বৈধভাবে খন্ডকালীন কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া জাতিসংঘের কৃষিদপ্তর ফাও-এর প্রধান কার্যালয়, ইটালিতে কৃষিনির্ভর দক্ষ-অদক্ষ বেশ কিছু পদে ফাও-এর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করা যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, ইউকে, ইউরোপের বেশ কিছু দেশে এইচ ওয়ান ভিসায় চাকরি ইমিগ্রান্টের জন্য বছরের যে কোনো সময়ে আবেদন করা যায়। একটু ভালোভাবে নিয়ম-কানুন জানা থাকলে প্রাথমিকভাবে ইমিগ্রেশন ফিস জমা না দিয়েও আবেদন প্রেরণ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর সময় দূতাবাসে ফিস জমা দিতে হয়। আবেদন করার পর ইন্টারভিউর জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়। ব্রিটেনে নতুন আইনে শিল্প কলকারখানা, হোটেলের মালিকগণ শ্রমিক, কুক সহকারী, দক্ষ পেশার লোককে স্পন্সরের মাধ্যমে চাকরি প্রদান করতে পারবে। ব্রিটেনের বাইরে থেকে গ্রীন্সে সবেমাত্র গত ২-০৮-২০০১ সমাপ্ত হলো লিগেলাইজেশন-এর ৩য় প্রোগ্রাম। প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অভিবাসী ইমিগ্রান্ট পেয়ে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি পেয়েছে। গত ১৯৭৫ এবং ১৯৯৮ সালে দুইবার ইমিগ্রান্টের সুযোগ দিয়েছিল গ্রিস সরকার। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে আমেরিকায় সিলিকন ভ্যালিতে শুরু হবে সিলিকন ভ্যালি তথ্য প্রযুক্তি সম্মেলন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর এবং বাংলাদেশের ছেলেরা সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। ২০০২ সালের প্রথম দিকে বার্লিনে ৫ম আন্তর্জাতিক মুসলিম আইনজীবী সম্মেলন হবে। ইউরোপসহ বিশ্বের ১৫টি দেশ থেকে আগত আইনজীবী ও অতিথিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়া নতুন বছরের শুরুতে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বেশ কয়েকটি যুব বিষয়ক সম্মেলন, সেমিনার, ব্যবসায়ী মেলার আয়োজন হচ্ছে।

আপনিও ইচ্ছে করলে সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। এর জন্য সেই দেশের যুবশিক্ষা, সমাজকল্যাণ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অথবা স্থানীয় দূতাবাস থেকে আগাম খবর নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের কাছ থেকে দাওয়াতপত্র সংগ্রহ হয়ে গেলেই আপনি ভিসা নিয়ে সেই দেশে চলে যেতে পারবেন।

কেবলমাত্র না জানার কারণেই বাংলাদেশীদের উন্নত বিশ্বে লেখাপড়া, চাকরি, ইমিগ্রেশন, কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আগাম খবর পেতে বিলম্ব হয়। অবশ্য ইন্টারনেটের যুগে যারা খবর রাখেন তারাই ভালো অবস্থানগুলোতে যেতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, আমেরিকার ডিভি ভিসার কার্যক্রম আগামীতেও চলতে থাকবে।

Mahabub Alam
Via-Romana-79, 00048-Nettuno (Rm), Italy

টো • কি • ও

ন্যুড ফটোসেশন

নিউইয়র্কের ন্যুড ফটোগ্রাফার স্পেনসার টিউনিক গ্রুপ ন্যুড ফটোগ্রাফার হিসেবে সারা বিশ্বে নিন্দিত এবং নন্দিত। সাপ্তাহিক ২০০০ মন্ট্রিলে ফটোসেশনে প্রায় দুই হাজার নর-নারীর ন্যুড ছবি প্রকাশ করেছিল নিউইয়র্কে মর্মান্তিক সন্ত্রাসী হত্যাযজ্ঞের কারণে স্পেনসারের দুটো ফটোসেশন বিলম্বিত হয়। এবার মেলবোর্নে সমবেত হয়েছিল প্রায় দু'হাজার নগ্ন নারী-পুরুষ। উপলক্ষ স্পেনসারের ন্যুড ফটোসেশনে অংশগ্রহণ। এবারও সেই কঠিন নির্দেশ– 'এক চিলতে সুতোও নয়, একেবারে জন্মদিনের পোশাক দেখুন নগ্নতার সৌন্দর্য, উপভোগ করুন নগ্নতাকে।' ছবিতে মেলবোর্নে সমবেত দু'হাজার ন্যুড মডেল।

ইনসানুল হক ,
insan@manchitro.net

ন্যুড ফটোসেশনে উৎসাহিত নারী-পুরুষ

নি • উ • ই • য় • র্ক

হেলুইনের মাস

সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাতেও আমেরিকার কোনো উৎসবে ভাটা পড়েনি। অক্টোবরেই জমে ওঠে হেলুইন উৎসব...

আমেরিকায় প্রায় প্রতিটি মাসেই কোনো না কোনো দিবস থাকে। থাকে উৎসব। অক্টোবর মাসে শুরু হয় ফল। পাতা ঝরার সময় এখন। সবুজ প্রকৃতি বদলে যায় আসন্ন শীতের ছোঁয়ায়। প্রকৃতি প্রেমিক মানুষেরা অক্টোবর মাসে লং ড্রাইভে ছুটে যায় দূর-দূরান্তে পাহাড়ি অরণ্যে। নানান বর্ণের পাতায় বনভূমি তখন রূপের রানী হয়ে ওঠে। পাতারাই তখন হয়ে যায় ফুলের চেয়েও সুন্দর। সূর্যের কিরণ লেগে বর্ণিল পাতাগুলো দেখায় উজ্জ্বল। অপূর্ব এ সমস্ত দৃশ্য। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতেই শুধু ভাল লাগে। হাওয়ায় হলুদ পাতারা ঝরে পড়ে। অক্টোবর মাসেই আবার হেলুইনের উৎসব হয়। এ এক বিচিত্র অনুষ্ঠান। কমলা রং মিষ্টি কুমড়ার কদর বেড়ে যায়। পামকিন হয়ে ওঠে হেলুইনের মধ্যমণি। ৩১ অক্টোবর হেলুইন উৎসব। ভুতের মুখোশ, কস্টিউমে বাজার ছেয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অতি আনন্দ আর উৎসাহের সঙ্গে এ সমস্ত ভূতের মুখোশ পরে।

অবশ্য বড়দের চাইতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাই হেলুইনের উৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়। বিচিত্র ধরনের ভৌতিক পোশাক পরে, এরা দোকানে দোকানে যেয়ে ক্যান্ডি ভিক্ষা করবে। দোকানিরা এই বিশেষ দিনে তৈরি থাকে ক্যান্ডি বিতরণ করার জন্য। এরা বাসায় বাসায় যেয়েও দরজায় কড়া নাড়ে। আর মিষ্টি কুমড়ার ঝুড়ি এগিয়ে ভিক্ষা চাইবে trick or tricat বলে। গৃহিণীরাও আনন্দিত হয়ে চকলেট দেয়। নিউইয়র্কের বিখ্যাত সেন্ট্রাল পার্কেও এ সময় আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। হাজার হাজার মিষ্টি কুমড়াসহ নানান ধরনের খেলনা তাদের সরবরাহ করা হয়। বিনামূল্যে দেয়া হয় কস্টিউম। ভূতের মুখোশ আর কস্টিউম পরে, র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মুখেও আঁকা হয় বিচিত্র সব দৃশ্য। অক্টোবর মাস কমলা রংয়ের মাস। হেলুইনের মাস। ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধূলিসাৎ হলেও আমেরিকার কোনো আনন্দ উৎসবে ভাটা পড়েনি। এ কারণে অক্টোবর মাসের শুরু থেকেই হেলুইনের উৎসবের সরঞ্জামাদিতে বাজার ছেয়ে গেছে।

প্রতিদিন স্কুলগুলোতে ১১ সেপ্টেম্বরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমেরিকার পতাকার প্রতি, জাতির প্রতি শপথ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি স্কুলগুলোও কমলা রং সাজে সেজে উঠেছে। আঁকা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া। কোনো খামারে সব চাইতে বিশাল মিষ্টি কুমড়ার ফলন হয়েছে তার খোঁজ চলছে।

মিষ্টি কুমড়া দিয়ে বানানো হয় পামকিন পাই। এ পাই ছোটদের কাছে এক মজাদার খাবার। এবারই প্রথমবারের মত বাংলাদেশী কমিউনিটি হেলুইন র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আনন্দ জোয়ারে গা ভাসাতে জানে আমেরিকা। হেলুইনের র‍্যালিতে নানান স্থানে অনুষ্ঠানে উপচে পড়া মানুষের ভিড় হবে অথচ কোথাও ঘটে না কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা। শুধু ভূতই নয়, এ সময় প্রিন্সেস, পরী, দৈত্যদানবের মুখোশও পরা হয়। কস্টিউম পরা হয়। হেলুইনের কস্টিউম কেনার বায়না থাকবে প্রতিটি শিশুর। ছোটদের আনন্দে রাখার জন্য প্রতিটি বাবা মায়েরই আগ্রহের অন্ত নেই। অবশ্য বাংলাদেশী বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে অক্টোবর মাসে প্রকৃতির রং বদলানোর বিষয়গুলোর কাছে নিয়ে যাবার জন্য লং ড্রাইভে দূরে কোথাও বর্ণিল অরণ্যে গেলেও তারা ভূতের মুখোশ, পেত্নীর কস্টিউম কিনে দিতে চান না। খাঁটি একশ আনা বাঙালি থাকতেই বাংলাদেশীরা ভালোবাসে। কিন্তু সন্তানরা অবলোকন করে চারপাশে বিচিত্র জীবন ধারা। ওরা আনন্দ করতে চায়। পামকিন (মিষ্টি কুমড়াকে), অক্টোবর মাসকে ওরা ভালোবাসে। স্কুল থেকে তাদের সরবরাহ করা হবে ছোট ছোট মিষ্টি কুমড়া। এক ভৌতিক উৎসবের জন্য আমেরিকায় বসবাসকারী প্রতিটি ছেলে-মেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

টো • কি • ও

বিশ্বের প্রথম 3G সেলুলার মোবাইল

এখনে এক ইয়েন বা প্রায় বিনা পয়সায় বিক্রি হয় মোবাইল

জাপানের টেলিফোন জায়ান্ট NTT Docomo Inc. বিশ্বের প্রথম তাদের ভাষীয় 3G (Thind Generalio) সেলুলার মোবাইল ফোন বাজারে ছেড়েছে যা I-Mode একসেস সমৃদ্ধ আগের তুলনায় ৪০ গুণ দ্রুততর ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্ভব। FOMA (Freedom of mobile Multimedia access) নামের এই মোবাইল ভিডিও ক্যামেরা সংযোগ থাকায় এটিকে ভিডিও মোবাইল নামেও অভিহিত করা হয়। প্রতি সেকেন্ডে ৩৮৪ কিলোবাইটস নেট সংযোগ ক্ষমতার এই মোবাইলে ভয়েস কোয়ালিটি খুব উন্নত। প্রথম দিনে প্রায় ২০,০০০ সেট বিক্রি হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে তিনটি Model Foma P2101V, Foma N 2001, Foma P2401 বাজারে ছাড়া হয়েছে। ওজন ১৫০ গ্রাম, একনাগাড়ে ১০০ মিনিট কথা বলা যাবে এবং ৭০ মিনিট ভিডিও একনাগারে কার্যকর থাকবে। মূল্য প্রায় ৬০০ ডলার হলেও ভবিষ্যতে এটি খুবই সস্তা হয়ে যাবে- একজন পর্যবেক্ষকের মতে, এটি এখনও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় হলেও ২ বছরের মধ্যে এই সিস্টেম ছাড়া কোনো মোবাইলই হবে না। জাপানে মোবাইল নির্মাতারা প্রচন্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন তাই কার্যত মোবাইল এখন ১ ইয়েন অথবা বিনে পয়সায় বিক্রি হয়। মাসিক বেসিক চার্জ দিয়েই নির্মাতারা পুষিয়ে নেয়।

ফোনের সঙ্গে রয়েছে ভিডিও সংযোগ

A.R. Masud, arif.bd@cocomo.ne.jp

সি • ঙ্গা • পু • র

বোটানিকে কয়েক ঘন্টা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অরণ্য প্রকৃতিতেতত যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই অনুভূতিটা আমার হৃদয়ে দোলা দিয়েছিল

১৮৫৯ সাল থেকে সিঙ্গাপুর বোটানিক গার্ডেনের যাত্রা শুরু। এই বোটনিক গার্ডেনটি স্থাপন করেছিলেন এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি। পরবর্তীকালে এটিকে সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর দেখাশোনা করে ন্যাশনাল পার্কস বোর্ড।

আমি যখন বোটানিক গার্ডেনের মেইন গেটে এসে পৌঁছলাম তখন সকাল দশটা। সূর্য তাপের তীব্রতা ক্রমশই বাড়ছে। মেইন গেট থেকে একটু সামনে এগুলোই সোয়ান লেক। সোয়ান লেকের এক পাশে অসংখ্য শাপলা ফুল দেখে মনটা জুড়িয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য বাংলাদেশে চলে গেলাম। ডেল লেন দিয়ে সামনে দেখলাম। এখানে দিনের বেলায়ও ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। গাছের শুকনো ঝরা পাতা, ঝোপ, মাথার ওপর বিশালাকার বৃক্ষ। যেন সূর্যের আলোও মাটি স্পর্শ করতে পারে না। ওপরের দিকে উঠে এসে দেখলাম 'ভানদা মিস জোয়াকুইম'। এটি ১৯৮১ সালে সিঙ্গাপুরের জাতীয় ফুল নির্বাচিত হয়। Miss agnes joaquim ১৮৯৩ সালে তার বাগানের মধ্যে এই অর্কিড আবিষ্কার করেছিলেন। তার নামানুসারেই এই অর্কিডের নাম হয় ভানদা মিস জোয়াকুইম। আরো ওপরে উঠে এলাম বেন্ডস্টেন্ডে। এখানকার শেল্টারে না বসে চলে গেলাম ঢালু দিয়ে অর্কিড প্লাজায়। এখানে ভিআইপি অর্কিডসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত ফুল ও অর্কিডের চারা রয়েছে। এখানে ঢুকতে দুই ডলার দিয়ে টিকেট কিনতে হয়। ন্যাশনাল অর্কিড গার্ডেন থেকে বেড়িয়ে এলাম সিমফনি লেকে। একপাল স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখলাম পানিতে খাবার ফেলে মাছের সাথে খেলা করতে। সিম্ফনি লেকের নিচু জায়গা থেকে নরম ঘাসগুলোকে পদদলিত করে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলাম। সামনেই রেইন ফরেস্ট।

ন্যাশনাল অর্কিড গার্ডেন

মানুষের হাতে লাগানো কোনো বৃক্ষ এখানে নেই। ঢালাই করা আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে পুরো রেইন ফরেস্ট ঘুরে বেড়ানো যায়। অতি উৎসাহিত ট্যুরিস্ট ছাড়া এখানে তেমন কেউ আসে না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অরণ্য প্রকৃতিতে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই অনুভূতিটা আমার হৃদয়ে দোলা দিয়েছিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম ভিজিটর সেন্টারে। ভিজিটর সেন্টারের পাশেই রয়েছে ন্যাশনাল পার্কস বোর্ড হেড কোয়ার্টার। দোকানটিতে উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে। সব শেষে গেলাম ইকো লেকে। যখন লেকের ধারে পৌঁছলাম তখন সূর্য পশ্চিমে। মনটা ভরে গেল বিচিত্র বৃক্ষের প্রেমে।

মনোরম ইকো লেক

মামুন
সিঙ্গাপুর